

পলিটেকনিকে দ্বিতীয় শিফট চালুর সিদ্ধান্ত

সরকার চলতি মাসে দেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে দ্বিতীয় শিফটের ক্লাস শুরু হবে। তিন বছর পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফট চালু থাকবে। একদ্য প্রতি বছরে পোনে দু' কোটি টাকা ব্যয় হবে।

১৯৭৮ সাল থেকে নানাবিধ কারণে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর কার্যক্রম প্রায় সোয়া দুই বছর পিছিয়ে যায়। ফলে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীরা দারুণ বিপর্যয় ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সরকার ছাত্রদের অসুবিধার বিষয় গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেশের প্রতিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফট চালুর মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

এই নতুন ব্যবস্থায় পলিটেকনিকে

ভর্তি প্রাপ্ত প্রায় ৮ হাজার ছাত্রছাত্রী যথাযথ ক্লাস করতে পারবে এবং সোয়া দুই বছরের পিছিয়ে যাওয়া শিক্ষা বছরকে স্বাভাবিক অবস্থায়
(৩-৭র পৃঃ দ্রঃ)

পলিটেকনিকে

(১ম পৃঃ পর)

ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। বর্তমানে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আয়ে সম্ভাব্যরূপে পলিটেকনিকের ব্যবহারিক ক্লাসগুলো উৎপাদনমুখী করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ যেমন পূর্ণতা লাভ করবে, তেমন অন্যদিকে তাদের কাজের বিনিময়ে লব্ধ অর্থ প্রশিক্ষণের জন্য উপকরণ সংগ্ৰহে সহায়ক হবে। সর্বোপরি এটা ইনস্টিটিউটের সাজ-সজ্জাম ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করবে।

উল্লেখ্য, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে বর্তমান বাস্তব সুযোগ-সুবিধাদি যেমন শ্রেণী কক্ষ, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ, পাঠাগার ইত্যাদির পূর্ণ ও অতিরিক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বিতীয় শিফট চালু হচ্ছে। এতে শিক্ষকদের অতিরিক্ত কাজের জন্য বাড়তি বরাদ্দেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।